আজকের কাগজ

তারিখ ... 22 OCT 1992

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

24

আমাদের শিক্ষাজীবন রক্ষা করুন

জামাত-শিবিরচক্রের হিংস্র সন্ত্রাসে ছাত্রনেতা মাহবুব নিহত হবার পর প্রায় দেড় মাস পার হতে চললো চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ রয়েছে। গত চার বছরের চারটি ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রতিটিতে পরাজিত হবার পরও চট্টগ্রাম মেডিক্যালের স্বাধীনতাবিরোধী কুখ্যাত অধ্যক্ষ ডাঃ নুরন্নবীর প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় ছাত্রশিবির এখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অস্ত্রসহ শিবিরের নেতা ধরা পরার পরও এ কুখ্যাত অধ্যক্ষ 'শিবিরের ছেলে মানে আমার ছেলে, ওদেরকে গ্রেফতার করার আগে আমাকে গ্রেফতার করতে হবে' -এ কথা বলে তাদের ছাড়িয়ে নেন মাহবুব হত্যার পর চট্টগ্রামের সচেতন প্রতিটি প্রগতিশীল মহল থেকে এ ধিকৃত ব্যক্তিটির পদত্যাগের দাবি উত্থাপিত হয়। তারপরও নির্লজ্জভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি। মাহবুব হত্যার অভিযোগে শিবিরের আটজনকে আসামী করে সুস্পষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়েছে শিবিরের খুনীরা। শিবির বাদে সবক'টি ছাত্রসংগঠন কলেজ খোলার দাবি তুলছে কিন্তু এ কুখ্যাত ব্যক্তিটি নির্বিকার। কারণ তার 'প্রিয়' শিবিরের খুনীরা এখন ফেরারী-আসামী বিধায় কলেজ খুললেও তারা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবে না। এদিকে কলেজ বন্ধ হবার মুহূর্তে সকল বর্ষের পরীক্ষা চলছিলো। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিলেট মেডিক্যালের পরীক্ষা শেষ হয়ে ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমাদের কলেজের প্রায় পচিঁশ' পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষা শেষ করে মৌখিকের অপেক্ষার এক চরম অনিশ্চিত অবস্থার মাঝে দিন কাটাচ্ছে। মানসিক অশান্তিতে দিনের পর দিন আমরা ভেঙে পড়ছি। অভিভাবকদের ওপর অনাহুত চাপ বাড়ছে। কুখ্যাত গণধিকৃত অধ্যক্ষ, চিকিৎসক সমাজের কলঙ্ক ডাঃ নুরুন্নবীর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে কলেজের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর মূল্যবান শিক্ষাজীবন। এ ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারের উচ্চমহলসহ সকল সচেতন মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের শিক্ষাজীবনকে রক্ষা করুন।

জনৈক ফাইনাল এমবিবিএস পরীক্ষার্থী

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

চট্টগ্রাম